দ্বিতীয় অধ্যায়

সমকালের দর্পণে ধূর্জটিপ্রসাদের সাহিত্যজীবন

বাংলা উপন্যাস তার জন্মলগ্ন থেকে আজ অবধি অনেক নতুনত্ব অর্জন করেছে - বিষয়বস্তু, রূপকল্প, বয়ন-পদ্ধতি, চরিত্রচিত্রণ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রযুক্তির দিক থেকে এই পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই পরিবর্তনের শিকড় খুঁজতে গেলে দেখা যাবে যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অভিঘাত-ই আমাদের সাহিত্যে বিচিত্র ধরণের প্রবণতা তৈরি করেছে। ফলে বারে বারেই ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সৃজনশীল ব্যক্তিদের চিন্তা, অনুভূতি ও চেতনার স্বভাব বদলে গেছে। বাংলা উপন্যাসে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' স্কটের Ivanhoe -র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলো, ঔপনিবেশিক সমাজের বাস্তবতায় নবাগত প্রতীচ্য সাহিত্যাদর্শের এই আত্মীকরণ প্রয়াস যে অনিবার্য সেকথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। 'রজনী' উপন্যাসের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই লর্ড লিটন ও উইলকি কলিন্স-এর কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। উপন্যাসের কাঠামো নির্মাণ এবং চরিত্রচিত্রণ পদ্ধতিতে ইউরোপীয় আঙ্গিকের অনুসৃতি কোনো প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এই প্রকট ইউরো-কেন্দ্রিকতা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন, যদিও ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডলের প্রভাবে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অভিঘাতে তাঁদের উপন্যাসেও পালাবদলের সূচনা হয়েছিলো।

রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে তাঁর গল্প উপন্যাসে বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন -

> "বিদেশের উপাদান নিয়ে আমি কখনো কিছু লিখিনি, বাইরে থেকে মালমসলা ধার নিয়ে লেখা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।"[১]

বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন বিশ্বকবির পক্ষে এই স্বকীয়তা প্রত্যাশিতই। তাই তাঁর সৃষ্ট চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গি, কাহিনী-বিন্যাস সমস্ত কিছুই নিজস্ব সৃজনী আলোয় ভাস্বর। রবীন্দ্রনাথের মতো

শরৎচন্দ্রের মধ্যেও পাশ্চাত্য-সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই। তাঁর খাঁটি বাঙালির প্রাণকে বিদেশী সাহিত্য গুরুতর ভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের যোগাযোগ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু

> "ভারতী গোষ্ঠীর আবির্ভাবের পূর্বে বিদেশী কথা-শিল্পের সঙ্গে বাঙালি কথা সাহিত্যিকদের ব্যাপক সংযোগের এমন বহিঃপ্রকাশ আর কখনো দেখা যায় নি।" [২]

এর আগে বিদেশী ছোটগল্পের অনুবাদ হয়েছিলো নানা পত্র পত্রিকায়। ভারতী গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে দেখা গেলো শুধুমাত্র গল্পের মধ্যে বিদেশী উদভাসন সীমাবদ্ধ নয়, উপন্যাসের উপযুক্ত প্রকরণ সন্ধানের ক্ষেত্রে এর প্রভাব বিশেষ ভাবে স্পষ্ট। বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে বাঙালি পাঠকের বিপুল কৌতূহলের জন্য তাঁরা ইংরেজি ছাড়াও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার সাহিত্য এবং প্রাচ্য দেশীয় গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন।

অবশ্য বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ কলকাতার শিক্ষিত তরুণ সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। এ-প্রসঙ্গে ১৯১০ সালে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেছেন -

> "সেন ব্রাদার্স ছোট দোকান খোলেন বহুবাজার ও কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে। প্রমথ সেন ও ভোলানাথ সেন এই সময় থেকে আমাদের, বিদেশী, বিশেষতঃ রুশিয়ান, সুইডিশ, নরউইজীয়ান ফরাসী প্রভৃতি বিদেশী সাহিত্যের খোরাক যোগাতে শুরু করেন।" [৩]

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও জানান -

"যুদ্ধশেষে য়ুরোপীয় সাহিত্য অনূদিত হইতে আরম্ভ করে এবং সেইসব গ্রন্থরাজিও ভারতের বাজারে আমদানী হইতে থাকে।" [৪]

এই সমস্ত উদ্ধৃতি থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে তরুণ সমাজ বিদেশী সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলো। তার ফলে তরুণ লেখক-গোষ্ঠীর রচনায় আমরা প্রতীচ্যের বিপুল প্রভাব লক্ষ করি। গোপিকানাথ রায় চৌধুরী এ সম্পর্কে লিখেছেন -

"আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জীবন-বীক্ষার যে বহু বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে, এ-কালের তরুণ বাঙালী লেখকরা যে পাশ্চাত্য সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে সে বহু বিচিত্র জীবনের স্বাদ পেতে চেয়েছিলেন।" [৫]

টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি, টুর্গেনিভ, চেখভ এবং গোর্কী এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তৎকালীন বুদ্ধিজীবীরা এই সমস্ত লেখকের রচনার মধ্যে দ্বন্দ্ববিক্ষত বাঙালি জীবনের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন।

ধূর্জটি প্রসাদের মতে উনিশ শতক এবং বিশ শতকের গোড়াকার রাশিয়া কৃষক, সাধারণ মধ্যবিত্ত, আত্মকেন্দ্রিক হতাশাপীড়িত ব্যর্থ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের দেশের বিশ শতকের সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ ও তাদের সমস্যার প্রচুর সাদৃশ্য ছিলো। [৬]

'কল্লোলযুগ' গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সেই পর্বের তরুণদের মানসপ্রবণতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন -

"কখনো উন্মত্ত, কখনো উন্মনা, কখনো সংগ্রাম কখনো বা জীবনতৃষ্ণা। প্রায় টুর্গেনিভের চরিত্র।" [৭]

ডস্টয়েভ্স্কির উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে Marc Slonim বলেছেন -

"This poet of anxiety and forment, this unraveler of the soul's mysteries, this investigator of the fundamentels expressed ... all the intellectual doubts and emotional torments of the modern man."[৮]

তাঁর 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট', 'ব্রাদার্স কারমাজভ' প্রভৃতি উপন্যাস তরুণ লেখক-গোষ্ঠীকে অনুপ্রাণিত করেছিলো। টলস্টয়ের 'আনাকারেনিনা' বা ক্রয়েট্জার সোনাটা'র মতো জটিল মনস্তত্ত্বের আবেদনে সাড়া দিতে বুদ্ধিজীবী সমাজ কুণ্ঠিত হন নি।

বিশ্বে সাড়া জাগানো গোর্কীর উপন্যাস 'মাদার' ইংরেজিতে অনূদিত হলো ১৯০৭ সালে। এর পূর্বেই তাঁর বহু প্রশংসিত নাটক 'লোয়ার ডেপ্থ্স্' ও কিছু গল্প-সংগ্রহ ইংরেজিতে ভাষান্তরিত হয়। এই সমস্ত রচনার মধ্যে নতুন জীবনাদর্শ উত্তরণ-আকাঙ্ক্ষা ও সমাজ-বাস্তবতার আদর্শায়িত ছবি দেখতে পেয়েছেন ঔপনিবেশিক শাসনে ক্লিষ্ট বাংলার তরুণ লেখক-সমাজ। খুঁজে পেয়েছেন শিল্পরূপের নতুন ভাবকল্প। তাই তো দেখতে পাচ্ছি, প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'পাঁক' লিখলেন গোর্কীর উপন্যাসের প্রেরণায়। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় অনুবাদ করলেন গোর্কীর 'বদ্রোজিন' উপন্যাস। মহেন্দ্রচন্দ্র রায় কর্তৃক ভাষান্তরিত হলো ম্যাক্সিম গোর্কীর রচনা-সম্ভার। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মুন্সীগঞ্জ সাহিত্য সম্মেলনে রুশ সাহিত্যের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বাঙালি লেখকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন -

"পূর্বের যত রাজা-রাজড়া জমিদারের দুঃখ দৈন্য দ্বন্দ্বহীন জীবনেতিহাস নিয়ে আধুনিক সাহিত্য দেবীর মন আর ভরে না। তারা নীচের স্তরে নেমে গেছে। এটা আফশোষের কথা নয়। বরঞ্চ এই অভিশপ্ত অশেষ দুঃখের দেশে নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুশ সাহিত্যের মত যে দিন সে আরও সমাজের নীচের

> স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ দুঃখ বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিয়ে পারবে।" [৯]

তবে, রুশ সাহিত্যের সত্যকার উত্তরাধিকার আমরা তখনকার তরুণ লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে খুঁজে পাইনি। কারণ তাঁদের রচনার মধ্যে বাঙালি কৃষকের যন্ত্রণাদীর্ণ জীবন-কথা বা শ্রমিক জীবনের আর্থ-সামাজিক রূঢ় বাস্তবতার পরিচয় মুখ্য হয়ে উঠেনি। বেকার, ভবঘুরে বোহেমিয়ান জীবনের বিমূর্তায়িত চিত্র, পতিতা নারী ও কেরানী যুবকের অবাস্তব প্রেমস্পৃহা ও দেহ-পিপাসা এবং বস্তিবাসী ভিখারীর কদর্য দেহচেতনার ছবি মুখ্য হয়ে উঠেছে।

ফরাসী সাহিত্যের অনুবাদ শুরু হয় উনিশ শতকের শেষ ভাগে। ১২৯৮ সালে প্রমথ চৌধুরী 'ফুলদানী' গল্প লেখেন প্রস্পার 'মেরিমী' গল্প অবলম্বনে। এছাড়া 'কার্মেণ' গল্পের অনুবাদও তিনি করেন।

> " ফ্লেবের বা জোলা যে যৌন-বিদ্রোহ বা নীতি-বিদ্রোহ কিংবা সমাজ বিপ্লবী মূল্যবোধের প্রবক্তা - আমাদের যুদ্ধোত্তর কালের ফ্রয়েডীয় যৌন চিন্তায় দীক্ষিত তরুণদের কাছে তার আবেদন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।" [১০]

এদিক থেকে যৌনতার বাড়াবাড়ি নিয়ে লেখা 'Rougon Maequart' নামক উপন্যাসটি বাঙালি লেখকদের কাছে আদরণীয় ছিলো। ফরাসী সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল লেখক রোমাঁ রলাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ' উপন্যাসটি শ্রী কালীদাস নাগ অনুবাদ করেন। স্ক্যান্ডেনেভীয় উপন্যাস-ও বাংলা সাহিত্যে ছায়াপাত করেছিলো। এক্ষেত্রে হামসুন ও বোয়ার-এর নাম উল্লেখযোগ্য। হামসুনের 'হাঙ্গার ও পান' পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক ভাষান্তরিত হয়েছিলো। অচিন্ত্যকুমার অবশ্য ভাষান্তরিত করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি

তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বেদে' লিখলেন হ্যামস্ুনেরই অনুকরণে।

এছাড়া তরুণ বাঙালি লেখকেরা বিদেশী লেখকদের চিঠিপত্র, ছবি ইত্যাদি-ও তাঁদের পত্রিকায় স্থান দিয়েছিলেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় পুশকিন ও লারমনটফ সম্পর্কে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী -'রুষিয়ার সাহিত্যিক'[১১] নামে প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

এছাড়া মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জলছবি'(১৯১৯) পাশ্চাত্য রীতির অনুকরণে রচিত। এই গল্প সংকলনের অন্তর্ভুক্ত - 'বাজপাখী', 'দানের তুলনা', 'ত্রুইশ্ট', 'ফাঁশির দড়ি' ইত্যাদি রুশ সাহিত্যের টুর্গেনিভের গল্পের স্বাধীন অনুবাদ। তাছাড়া জাপানি গল্প সংকলনের প্রভাবও পড়ে ছিলো - 'জাপানী ফানুস'(১৯০৯) ও 'কল্পকথা'(১৯০৯) ইত্যাদিতে। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় 'ভাগ্যচক্র'(১৯১১) উপন্যাস লেখেন ডাচ লেখক লুই কুপার্স-এর একটি উপন্যাসের অনুকরণে। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ও কতকগুলি বিদেশী গ্রন্থের আক্ষরিক এবং সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেছিলেন - ভিক্টর হুগোর উপন্যাসের অনুকরণে 'বন্দী', দোদের দুটি গ্রন্থের অনুবাদ করেন - 'নবাব' ও 'মাতৃঋণ' নামে, গোর্কীর রচনা অবলম্বনে লেখেন 'আরাধনা' ও 'নতুন আলো'। এছাড়া টুর্গেনিভের প্রভাবে 'অসাধারণ' বা 'পরদেশী' গল্প সংকলনটি রচিত হয়। সৌরীন্দ্রমোহন এমনি অনেক বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন। বিদেশী গ্রন্থের অনুকরণে 'আগুনের ফুলকি' এবং 'রবিনসন ত্রুশো' - লেখা ছাড়াও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ন্যুট হামসুনের 'ভিক্টোরিয়া' অবলম্বনে লিখেছেন 'জোড় বিজোড়', বালজাকের 'Lamour Masque '- আদলে 'অদর্শনা' আর, নোঙর-ছেঁড়া নৌকা' - লিখেছেন জাপানি ঔপন্যাসিক ফুটাবাৎসির 'So no Om o Kaje' নামক পারিবারিক উপন্যাসের অনুকরণে। এই ভাবে 'ভারতী গোষ্ঠী' - ফরাসী ডাচ নরো-জীয়ান জার্মান প্রভৃতি সাহিত্যের উপন্যাস ও গল্পের ইংরেজি অনুবাদকে বাংলায় ভাষান্তরিত করলেন। অবশ্য তাঁদের দ্বারা বিশ্বসাহিত্যের মর্মলোকের গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব হয় নি।

তাঁরা শুধুমাত্র কাহিনী ও চরিত্রের বাইরেকার কাঠামোটির অনুকরণ করেছেন মাত্র।

তবে বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের যোগাযোগ স্থাপনে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। পাশ্চাত্য সাহিত্যের অভিঘাত কল্লোলের অন্তর্ভুক্ত সাহিত্যিকদের চিন্তা, অনুভূতি ও চেতনার চরিত্রকে একেবারে বদলে দিলো। মননে পালাবদলের ক্ষেত্রে 'রুশ-বিপ্লব' ও ফ্রয়েডের 'মনোবিকলন তত্ত্ব' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো। গোপাল সান্যালের 'সমাজতন্ত্রবাদ'-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে 'কল্লোলে'র ১৩৩২-এর ভাদ্র সংখ্যায় মন্তব্য করা হয়েছিলো -

> "বইখানি খুব কাজের বই। বর্তমান সময়ে জগতের অধিকাংশ দেশই সমাজতন্ত্রী আদর্শে পরিচালিত, বাংলা ভাষায় এ-রূপ জন-মতবাদের একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়াতে ভালই হয়েছে। গ্রন্থকারের চেষ্টা সার্থক হবে আশা করি।" [১২]

এছাড়া বার্ট্রান্ড রাসেলের 'বলশেভিকবাদ'-এর অনুবাদের-ও প্রশংসা করেছিলো 'কল্লোলগোষ্ঠী'। সৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুর মার্কসের 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো'র অনুকরণে লিখলেন - 'সাধারণ সুত্ববাদীদের ইস্তাহার'। বলা হলো :

> "পৃথিবী ব্যাপী যে শ্রমিক আন্দোলন চলিতেছে, তাহার ঘোষণাবাণীর সহিত এ দেশের জনসাধারণের পরিচয় করাইয়া দেওয়াই তাঁহার উক্ত অনুবাদের উদ্দেশ্য।" [১৩]

যে কোনো বিচারেই বিশশতকের প্রথম তিনটি দশকে বাঙালির সমাজজীবন নানা ধরণের পরস্পর-বিরোধী ভাবধারার ঘাত-প্রতিঘাতে টালমাটাল। উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক বাস্তবতার সঙ্গে মননশীল বাঙালির পরিচয় হলেও জটিলতা ও আত্মবিরোধীতা প্রসারের দিক দিয়ে এই সময়পর্ব চরিত্রগত ভাবেই ভিন্ন। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবনাদর্শ - সমস্ত কিছুর জন্যই প্রতীচ্য নির্ভরতা দিনদিন বেড়েছে। আবার পাশাপাশি জাতীয় চেতনার উন্মেষ হওয়াতে

হীনমন্যতাবোধ প্রকট হয়ে উঠেছে, সেইসঙ্গে বেড়েছে পথ-সন্ধানের ব্যাকুলতা। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকারবোধ দেখা দেওয়াতে জীবন-মুগ্ধ নতুন তাৎপর্য পেয়ে গেছে, ভিন্ন ধরণের অর্থবহ হয়ে উঠেছে মুগ্ধ-ভঙ্গ ও আত্মিক সংকটের বেদনা। স্বভাবত এই সময় বাংলা উপন্যাস কল্পনা ও বাস্তবের নতুন ধরণের সমীকরণ খুঁজেছে, আধার ও আধেয়ের দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য কাল-চেতনাকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করেছে।

বাংলা সাহিত্যের চির-ভাস্বর ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ তখন তরুণতর লেখকগোষ্ঠীর কাছে একই সঙ্গে বিস্ময়কর আদর্শ ব্যক্তিত্ব, আবার তাঁকে অতিক্রম করার প্রয়াসও জরুরী বিবেচিত হচ্ছে। একদিকে বর্গবিভাজিত বর্ণ বিভাজিত ঔপনিবেশিক সমাজের ভাঙন, অন্যদিকে মধ্যবিত্ত বর্গের অধিকারবোধ লালিত পথ-সন্ধান। এই দুইয়ের টানাপোড়েনে আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু নতুন হয়ে উঠেছে, নতুন উপকরণ দিয়ে সময়ের কাছে দায়বদ্ধতাকে শিল্প-রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ঔপন্যাসিকেরা। একদিকে জাতীয় পরিস্থিতির জটিলতা, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক স্তরে মানবিক সত্তার নিত্য নূতন শিকড় সন্ধান - সমস্ত ধরণের প্রভাবকে আত্মীকৃত করতে গিয়ে বাংলা উপন্যাসে প্রবল হয়ে উঠেছে ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার সঙ্গে আপাত-বিচ্ছেদ।

লক্ষণীয় যে আধুনিক যুগজীবনের ভাঙনমুখী সংশয়বাদী চিন্তাধারা, বেপরোয়া যৌনজিজ্ঞাসা ও বোহেমীয় অনিকেত মনোভাবের প্রশ্রয় ভিক্টোরীয় যুগের ইংরেজি সাহিত্যে নেই বললেই চলে। প্রথম মহাযুদ্ধের ধ্বংসোন্মত্ত পরিবেশে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সমাজের মধ্যে যে অবসাদ, ক্লান্তি, নিঃসঙ্গতা ও সংমূঢ়বোধের জন্ম হয়েছিলো, তারই আতিশয্যে বিভিন্ন সাহিত্যমাধ্যমের বিষয়বস্তু ও প্রকরণ পুরোপুরি নতুন হয়ে উঠলো। এলিয়টের কবিতায় ফাঁপা ও নিরেট মানুষের বিবর্ণ আলেখ্য রচিত হলো, সভ্যতা হয়ে উঠলো পোড়ো জমির প্রতিমান। অলডাস হাক্স-লির মতো 'বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী' লেখকের উপন্যাসে আমরা

যুদ্ধোত্তর জীবনের বন্ধ্যারূপ, বুদ্ধিজীবীর জীবনের চঞ্চলতা, অনিশ্চয়তার বিশ্লেষণ লক্ষ করি। বাংলা সাহিত্যে এর প্রভাব হলো সুদূরপ্রসারী। সত্য শিব ও সুন্দরের চিরাগত ধারণা এবং প্রশ্নহীন নিশ্চয়তার বোধ অটুট থাকলো না আর। শুরু হলো বিষয় ও প্রকরণের ক্ষেত্রে নতুন রীতি ও মূল্যমানের সন্ধান। সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেলো বাস্তবতার মাত্রা এবং মানবচৈতন্য সম্পর্কে প্রথাসিদ্ধ বিশ্বাস।

অন্নদাশঙ্কর রায়, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার ইত্যাদি লেখকদের উপন্যাসে ইংরেজি সাহিত্যের জেম্‌স জয়েস, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, ডরোথি রিচার্ডসন প্রমুখ ঔপন্যাসিকের দ্বারা পরিশীলিত চেতনাপ্রবাহ রীতির প্রভাবেই বাংলা সাহিত্যে অভিনব পর্বান্তরের নিদর্শন হিশেবে গণ্য হয়। তরুণ সমাজে মননধর্ম শক্তিশালী হওয়ায় শৈল্পিক অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে অনিবার্য ভাবে দেখা দিয়েছে এই চেতনা-প্রবাহরীতি। এর অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্তরে কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকগণও প্রচলিত প্রথানিষ্ঠ বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসা ও বিচারের দ্বারা যাচাই করে নিতে চেয়েছিলেন। কেননা যুদ্ধোত্তর কালের মানস-বিপর্যয়, হতাশা, সংশয়কে বুদ্ধি-গ্রাহ্য জীবনবোধ ছাড়া প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আজকের মানুষের বহুমুখী সমস্যার স্বরূপকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে হলে প্রয়োজন সংস্কার-মুক্ত মনন-ধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি। তবে কল্লোলের লেখকদের মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সামাজিক জটিলতা-প্রসূত নৈতিক মূল্যবোধের ভাঙনের ছবি ফুটে উঠলেও তা 'বিহ্বল ভাববিলাস' ও 'অবাস্তব' রোমান্টিক চেতনার দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলো। তাই সুস্থ মননধর্মকে প্রকাশ করতে এগিয়ে এলো সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকা।[১৪] বিশ্বের সমকালীন সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে যোগবন্ধন ঘটিয়ে সাহিত্যাকাশে এক নতুন মূল্যবোধ এনে দিলো এই পত্রিকা, সর্বপ্লাবী মননধর্মিতার উদ্ভাসন স্বভাবত উপন্যাসেও পালাবদলের সূচনা করলো। ফলে বাংলা উপন্যাস ভাবালুতার পরিবর্তে ক্রমশ বুদ্ধিদৃপ্ত গভীরতায় আত্মস্থ হতে পেরেছে। আবেগের পরিবর্তে

যুক্তিনিষ্ঠা হয়ে উঠেছে জীবনচিত্রণের অন্যতম প্রকরণ। জীবনকে নানা ভাবে বিশ্লিষ্ট করে দেখবার প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা এই পর্বের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে লক্ষ করা যায়। জগদীশ গুপ্তের নির্লিপ্তি, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের যুক্তি-ধৃষ্টতা, অন্নদাশঙ্কর রায়ের নৈয়ায়িক মনোভঙ্গি এবং বিজ্ঞান-নির্ভরতা, বনাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের পরীক্ষা-প্রবণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, গোপাল হালদারের বস্তুতান্ত্রিকতা এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোবিজ্ঞানী সুলভ মর্ম-ভেদী দৃষ্টিভঙ্গি বাংলা উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেছে।

বাস্তবতার বহুমাত্রিকতা সম্পর্কে কল্লোলের লেখকেরা সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলেন যদিও, অস্তিত্বের জটিলতায় চেতন ও অবচেতনের মধ্যে যে আততির সূত্রপাত হয় - তার উপযোগী আঙ্গিক-সন্ধানে তাঁরা খুব একটা এগিয়ে যেতে পারেন নি। চেতনাপ্রবাহরীতি যখন নতুন সম্ভাবনার দিগন্তকে 'উন্মোচিত করলো, প্রখর বুদ্ধিবাদী ধূর্জটিপ্রসাদ তাকে আত্মস্থ করতে এগিয়ে এলেন। সুতরাং বাংলা উপন্যাসের ধারাবাহিক বিবর্তনের প্রেক্ষাপটেই ধূর্জটি-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব এবং তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত রচনা সম্ভারের তাৎপর্য প্রণিধানযোগ্য হয়ে ওঠে। এবার আমরা তাঁর জীবনকথার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিতে পারি। আলোচনার সুবিধার জন্যে নিচে ঘটনাপঞ্জী উপস্থাপিত করছি।

ঘটনাপঞ্জী

ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়
(১৮৯৪ - ১৯৬১)

১৮৯৪, অক্টোবর ৫	জন্ম
১৯০৯	বারাসত গভর্ণমেণ্ট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা।
১৯১২	রিপন কলেজ থেকে আই.এস.সি. পরীক্ষা।
১৯১৬	বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি.এ. পরীক্ষা।

১৯১৮	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম·এ·পরীক্ষা।
১৯১৯, জুলাই	ছায়া দেবীর সঙ্গে বিবাহ
১৯২০	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম·এ·পরীক্ষা।
১৯২১	বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনা
১৯২২, আগস্ট ১	লখ্‌নৌ বিশ্ববিদ্যালয়-এ অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিভাগে 'লেকচারার' পদে যোগদান।
১৯২৪, জুলাই	প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ
১৯৩১, জুলাই	'আমরা ও তাঁহারা' গ্রন্থ প্রকাশ।
১৯৩২	Basic concepts of sociology প্রকাশ
১৯৩৩	'রিয়ালিস্ট' প্রকাশ
১৯৩৩	'চিন্ময়ী' প্রকাশ
১৯৩৫	'অনুশীলা' প্রকাশ
১৯৩৫	'সুর ও সঙ্গীত' প্রকাশ
১৯৩৭	'আবর্ত' প্রকাশ
১৯৩৮, জানুয়ারী ২৫	'ডাইরেক্টর অফ ইনফর্মেশন' পদে যোগদান
১৯৩৮	'কথা ও সুর' প্রকাশ
১৯৪০, অক্টোবর ৩১,	'ডাইরেক্টর অফ ইনফর্মেশন' পদ ত্যাগ
১৯৪২	Modern Indian culture প্রকাশ।
১৯৪৩, আগস্ট	"Tagore - A study" প্রকাশ।

১৯৪৩, সেপ্টেম্বর,	'মোহানা' - প্রকাশ
১৯৪৫, ফেব্রুয়ারী	'On Indian History' প্রকাশ
১৯৪৫, এপ্রিল,	'Indian Music" - প্রকাশ
১৯৪৫, অক্টোবর ১২,	লখ্‌নৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রীডার' পদে নিয়োগ
১৯৪৬	"Views and Counterviews" - প্রকাশ
১৯৪৬	"Problems of Indian Youth" প্রকাশ
১৯৪৭	যুক্তপ্রদেশ গর্ভণমেন্টের লেবার এনকোয়ারি কমিটির সদস্য।
১৯৪৯, নভেম্বর ৫	লখ্‌নৌ-বিশ্ববিদ্যালয়ে 'প্রোফেসর' পদে নিয়োগ
১৯৫২	সোভিয়েট রাশিয়ায় ইকনমিক ডেলিগেট
১৯৫৩, অক্টোবর ১১ থেকে	হেগ-এ ইনস্টিউট অব সোসাল স্টাডিজএ
১৯৫৪, মে ১৪	ভিজিটিং প্রোফেসর অফ সোসিওলজি
১৯৫৪, অক্টোবর ১	লখ্‌নৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ
১৯৫৪, অক্টোবর ১	আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে 'প্রোফেসর' পদে যোগদান।
১৯৫৫, এপ্রিল	অল ইন্ডিয়া সোসিওলজিক্যাল কন্‌ফারেন্সে সভাপতি
১৯৫৫, আগস্ট	বান্দুঙ্‌ কন্‌ফারেন্সে যোগদান
১৯৫৬	'মনে এলো' প্রকাশ
১৯৫৬, মে-নভেম্বর	চিকিৎসার জন্য ইউরোপ-বাস
১৯৫৭	'বক্তব্য' প্রকাশ
১৯৫৮, অক্টোবর	"Diversities" প্রকাশ
১৯৫৯, সেপ্টেম্বর ৩০	আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ।
১৯৬১, ডিসেম্বর ৫	মৃত্যু।

ধূর্জটিপ্রসাদের জন্ম হয় ১৮৯৪ সালের ৫ই অক্টোবর শ্রীরামপুরের চাতরাতে, তাঁর বাবার মামার বাড়ীতে। বাবা ভূপতিনাথ পেশায় ছিলেন উকিল। ধূর্জটিপ্রসাদের বাল্য-কালের পড়াশুনা হয়েছে হেয়ার স্কুলে, কিন্তু বারাসতের সরকারী স্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইংরেজি ও সংস্কৃতে প্রথম স্থান পেয়েছিলেন। আই-এস-সি পড়ার জন্য সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন কিন্তু অসুস্থতার জন্য পরীক্ষা দিতে পারেন নি। শেষে ১৯১২ সালে, রিপন কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হন। রিপন কলেজেই ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হন, তিনি নিজেই তাঁর জীবন-স্মৃতি রোমন্থন করে বলেছিলেন -

"ছিলাম এককথায় ফাজিল ছেলে - অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তক পড়তাম না, বাজে বই পড়তাম, যা পড়তাম তার চেয়ে বেশি কিনতাম, তারও বেশি ঘাঁটতাম ও আরো বেশি 'চাল' দিতাম। টাকার ভাবনা এক হিসেবে ছিল না, কেবল বাবা ও মা চপকাটলেট দর্জি ও বই-এর দোকানের বিল শোধ দেবার সময় রাগারাগি করতেন - এইটুকু ছাড়া। চাকরি-বাকরির কথা মনে পড়তো না, পড়াশুনার সঙ্গে চাকরির সম্পর্ক আমার অজ্ঞাত ছিল। ভালোছেলের সঙ্গে যেমন মিশেছি, বখা ছেলের সংগে তেমনই, বোধ হয় একটু বেশী প্রাণ খুলে, একটা গোঁড়ামি ছিল চরিত্র সম্মুখে। গান শিখতাম ও ভালবাসতাম, তবে ধ্রুপদ - তার নীচুতে নামিনি, থিয়েটার খেলাধূলার সখ ছিল। মেয়েদের সঙ্গে মিশেছি, তবে আগ্রহ ছিল না, লোভ তো নয়ই। বন্ধুত্ব করেছি প্রাণভরে - সমবয়সীর সঙ্গে। যা কিছু রোমান্স প্রধানতঃ ওদেরই সংগে। অন্যসব ছুটকো-ছাটকা - দু'এক বছরের বেশী তাদের জান্ ছিল না, কল্পনা-বিলাসী ছিলাম না, তবে কল্পনা ছিল। বাংলা সাহিত্যের প্রতি কোন প্রকার আসক্তি ছিল না, বাংলা বই বলতাম, বাংলা সাহিত্য বলতাম না। স্বদেশী যুগে বন্দেমাতরম গেয়েছি বটে, কিন্তু যেন মনে ধরেনি। লাঠি খেলা, সাঁতার দেওয়া, গাছে চড়া, স্বেচ্ছাসেবক হওয়া, বন্যা - প্রপীড়িতের উদ্ধার, গ্রাম-সুধার, নাইট স্কুল, ইংরেজিতে বক্তৃতা - কিছু

কিছু বাদ দেইনি বটে কিন্তু হুজুকে পড়ে। যোদ্দা কথা পলিটিক্যাল জীব ছিলায় না।" ১৫

কলেজে পড়ার সময় অধ্যাপকদের আড্ডাবসত রামেন্দ্রসুন্দরের ঘরে, তুলনামূলক দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্য, চারুকলা, প্রাচীন ইতিহাস - এগুলি ছিলো সেই আড্ডার আলোচ্য বিষয়। ছাত্র হিসেবে অধ্যাপকদের কাছে গিয়ে 'এই আড্ডার নীরব শ্রোতা' হয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ নিশ্চয় উপকৃত হয়েছেন। এই আড্ডার মধ্যমনি ছিলেন প্রবীন অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। বৈদান্তিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, সতীশ চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রভাব পড়ে তাঁর উপর।

অল্প বয়স থেকেই নানা বিষয়ে তাঁর ধারণার স্বচ্ছতার জন্য তাঁকে অনেকেই অকালপক্ক বলতেন, স্কুল-কলেজ থেকেই তিনি আবৃত্তি, গান, নাটক ইত্যাদি নিয়েই মেতে থাকতেন। ফলে আশানুরূপ ফল করতে পারেন নি। শিশির ভাদুড়ীর নাটক দেখতে তাঁর ভারি সখ ছিলো। স্বভাবতই তাঁর বন্ধুর পরিধি ছিলো বিস্তৃত। তাঁর স্বভাব ছিলো খোস-মেজাজী ও মজলিশী। উৎসাহ প্রদান এবং সময়ব্যথী হওয়া ছিলো তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। তাঁর আজীবন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন সত্যেন বোস এবং হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, পরবর্তী সময়ে গিরিজাপতি ও সুশোভন সরকার। তিনি নিজেই একটি জায়গায় বলেছেন যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি একটা সময়ে তাঁর প্রচুর অবজ্ঞা ছিলো। স্কুল-কলেজে পড়ার সময় রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কোন লেখকের বই তিনি পড়েননি। পরবর্তীকালে প্রমথ চৌধুরীর সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসেন এবং তারপর থেকে তিনি সাহিত্য-কর্মে মনো-যোগী হন। এছাড়া 'ভারতী গোষ্ঠীর জনকয়েক লেখক-এর সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁদের লেখা পড়েন, বিশেষ করে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং প্রেমাঙ্কুর আতর্থী তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেন। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে গজেন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে ঘরোয়া বৈঠকে উপরিউক্ত লেখক-দের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। ১৯২০-১৯২২ সাল পর্যন্ত তিনি কয়েকটি ছোট পত্রিকায় লেখা

দিয়েছিলেন যেমন - 'মহিলা', 'বিজলী', 'সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রকাশিকা' - নামক কাগজে। তারপর 'সবুজপত্রে' - দাদার ডায়েরী (ধারাবাহিক নয়), 'নর্ম্যাল'(প্রবন্ধ) ও রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে'র সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিলো। শেষে 'সবুজপত্র' বন্ধ হয়ে গেলে 'কল্লোলে'র আসরে তিনি যেতেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'আমরা ও তাহারা'র চতুর্থ স্তবক কল্লোলে ছাপা হয়েছিলো। এর পর লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন, সেই সময়ে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় এবং পরের দিকে ঐ সম্মেলনের সভাপতিও নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁর ভাষণও প্রকাশিত হয়েছিলো। এর সঙ্গে 'উত্তরা' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং তিনি ঐ কাগজে লেখা পাঠাতেন। 'উত্তরা'তে কয়েকটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, পুস্তক সমালোচনা এবং ডায়েরির ছাঁদে লেখা, সেই সময়ে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি রচনার বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছিলো, অনেক রচনাই অবশ্য তাঁর কোন প্রকাশিত বইতে স্থান পায়নি, সাহিত্য আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য উৎসাহ ধূর্জটি প্রসাদের ছিলো। কাশীতে সুরেশ চক্রবর্তী তাঁর কাছ থেকে প্রচুর উৎসাহ পেয়েছেন 'উত্তরা' পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে;এই কাগজে তিনি অতুলপ্রসাদ সেনকে দিয়ে লিখিয়েছেন। 'বিশ্বভারতী' পত্রিকার জন্যও তিনি প্রচুর অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। তাছাড়া বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকাকেও উৎসাহ যোগান নানা দিক থেকে। অনেকে বলেন তিনি নাকি কবিতা ভালোবাসতেন না, রসিকতার ছলে বলেছিলেন,কবিতা পড়া মানেই ন্যাকামো করা, কিন্তু তিনি কবিতা পড়ে বেশ আনন্দ পেতেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। 'কবিতা' পত্রিকায় স্ত্রী ছায়া দেবীর যে কবিতাগুলি পাওয়া যায় সেগুলো লেখার পেছনে ধূর্জটিপ্রসাদের নিশ্চয় প্রেরণা ছিলো। এছাড়া গান নিয়ে তিনি প্রায়শই রবীন্দ্রনাথ, দিলীপকুমার রায় ইত্যাদির সঙ্গে আলোচনা করতেন। বিভিন্নপত্রিকার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থাকলেও মূলত তিনি 'সবুজপত্রে'র দ্বারা বিশেষ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। 'সবুজপত্র'কে কেন্দ্র করে যে লেখক—গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিলো - তাঁর মধ্যমণি ছিলেন - প্রমথ চৌধুরী। প্রত্যেক শনিবার সন্ধ্যাবেলা

১নং ব্রাইট স্ট্রীটে 'কমলালয়'-এ 'সবুজপত্র'-এর লেখকদের আসর বসত। এতে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন - অতুলগুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, সতীশ ঘটক, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বপতি চৌধুরী, হারীতকৃষ্ণ দেব, বরদাচরণ গুপ্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, সুবোধ চট্টোপাধ্যায়, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। ধূর্জটি প্রসাদ পরবর্তীকালে 'সবুজপত্র'-এর 'দল' সম্বন্ধে লিখেছেন -

> "এই দলের গোটা কয়েক সাধারণ মানসিক ধারার উল্লেখ করছি, বুদ্ধিবাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, এই দুটোই প্রধান, বলাবাহুল্য, বুদ্ধিবাদ মানে বুদ্ধিমত্তা নয়। যদিও প্রমথবাবুর কাছে নির্বুদ্ধিতা অভদ্রতারই নামান্তর। বুদ্ধিবাদ অর্থে (১) চরিত্র শক্তি, ইচ্ছাশক্তির অপেক্ষা বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকার। (২) বুদ্ধির পরিচয় তর্কে, (৩) যে তর্কের গোটাকয়েক রীতিনীতি আছে, এবং (৪) যার সাধারণ অস্তিত্বের জন্য আপেক্ষিকতার হাত থেকে, বাস্তবিকতার কবল থেকে, সাময়িকতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, পূর্বোক্ত অঙ্গীকারের উপসিদ্ধান্ত হলো বুদ্ধির স্বাধীনতা, কারণ যেটা সাধারণ অর্থাৎ অবিশেষ (সাধারণ বুদ্ধি আছে সবুজ পত্রের দল স্বীকার করে নি কখনও), যেটা মুক্ত। এই স্বাধীনতা থেকে আমরা অনুমান করেছিলাম যে, লেখক কর্মজীবনে কারুর দাসত্ব করবে না, সাহিত্যিক জীবনে সর্বদাই সমালোচনা করবে। সমালোচনার বিষয় অবশ্য নির্দিষ্ট ছিলনা, তবে সমাজই ছিল প্রধান। পলিটিক্স-এ আমাদের আগ্রহ ছিলো না, তার বদলে পলিটিক্যাল গোঁড়ামি, ধর্মের গোঁড়ামি, এমনকি বিজ্ঞানের, দর্শনের, যোদ্দা কথা কিছুই বাদ পড়েনি, ফলে লেখায় এসেছিল ফূর্তি, এবং সাহিত্যে এল প্রবন্ধ, সর্ববিষয়ে জানবার আগ্রহ।" ১৬

এভাবে তাঁর সাহিত্যের গন্ডি ক্রমশই বেড়ে গিয়েছিলো। ফলে তাঁর লেখার মধ্যে স্বতন্ত্র রচনাশৈলীর উদ্ভব লক্ষ করা যায়। প্রবাসে তিনি একটা নিজস্ব সাহিত্যের গন্ডী তৈরী

করতে পেরেছিলেন, লক্ষ্ণৌ-এর বিভিন্ন স্তরের মানুষের মনে তাঁর একটা ভাবমূর্তি তৈরী হয়ে গিয়েছিলো।

> "দাদা যদি লক্ষ্ণৌতে না যেতেন, তাঁর মনের পরিধি কখনোই এতটা বিস্তৃত, জ্ঞানের রীতি-সম্মত অনুশীলন এতটা ব্যাপক হতে পারত না।" [১৭]

সংযত ও শুদ্ধ জ্ঞানচর্চা আর সেই সঙ্গে তাঁর তীক্ষ্ণ মনন তাঁকে ক্রমিক উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর জীবনে তিনজন মনীষীর চিন্তাধারার প্রভাব স্বীকার করেন। প্রমথ চৌধুরীর সান্নিধ্যে তিনি ভাবতে শেখেন ও চিন্তার সূত্রগুলিকে বিন্যস্ত করে লিখতে শেখেন। তাঁর কাছ থেকে ধূর্জটিপ্রসাদ লেখার অভ্যাসকে পরিশীলিত করা এবং অতি-ব্যবহৃত পথ পরিহার করে প্রচলিত মতামতকে প্রশ্ন ও প্রত্যাহ্বান করার প্রেরণা লাভ করেন। সেইসঙ্গে আপন বিশ্বাস ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে সাহস ও শক্তি অর্জনের পথটি শিখে নেন। রামেন্দ্রসুন্দরের কাছ থেকে অধীত বিদ্যাকে পরিপাক করে তাকে প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করবার কৌশল অর্জন করেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকে ধর্মদর্শন ও সাহিত্যের বিচার বিশ্লেষণে প্রয়োগ করার পথটি তিনি আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেন। আর রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আপন ব্যক্তি-সত্তার বিকাশ, আত্মস্থতা ও আত্মশক্তির চর্চার অনিবার্যতা উপলব্ধি করেন। সেই সঙ্গে ভারতীয় সমাজ-সত্তার মৌলিক বোধ, অর্থাৎ সংযম ও ধৈর্যের সাহায্যে ব্যক্তিগত দুঃখ-মনস্তাপের উপরে উঠে, সৃষ্টিধর্মী কাজে নিজেকে নিযুক্ত করার প্রেরণা লাভ করেন। চিত্তের দৃঢ়তা, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা-বোধের অভ্যাস করে তিনি যথেষ্ট মানসিক সবলতা লাভ করতে পেরেছিলেন। আধুনিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে, গুরুবাদে, জন্মান্তরে, আত্মার অস্তিত্বে তাঁর বিন্দুমাত্র আস্থা ছিলো না। ব্রাহ্মণ্যবাদী জাত্যাভিমান তাঁর মধ্যে ছিলো না। সেই সঙ্গে তাঁর মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাও স্থান পায়নি।

ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গীত সম্বন্ধীয় লেখাগুলি আশ্চর্যরকম ধারালো, রসবোধে নিবিড় এবং শ্লেষ পরিহাসে দারুণ উপভোগ্য। তাঁর আটষট্টি বছরের জীবনে সঙ্গীত সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত ও বিচার করতে তিনি কোনোদিন কুণ্ঠিত হননি। স্বভাবতই জানতে ইচ্ছা করে ধূর্জটি প্রসাদের সাংগীতিক অভিজ্ঞতার বুনিয়াদ কেমন ছিলো। বাবা ছিলেন সেতারী, মা-র গান শুনতে বিশেষ করে টপ্পায়। মামার বাড়ীর পরিবেশ ছিলো সংগীত-মুখর। মামাতো ভাই ত্রিপুরাচরণের সংগীত-সামর্থ্য ছিলো বড় মাপের।

"খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী - এসব আমি তখন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মধ্যেই ধরতাম না। বাবাও ঠিক তাই। তাঁর মাথাব্যথা ছিল ধ্রুপদ, একমাত্র ধ্রুপদ নিয়েই।" [১৮] অবশ্য ছেলেবেলার কথা। পরে ধূর্জটিপ্রসাদের সংগীত-সংস্কার অনেক উদার ও অপক্ষপাতী হয়ে ওঠে। এর মূলে ছিলো সবুজপত্রের আসর তথা প্রমথ চৌধুরীও দিলীপকুমার রায়ের সাহচর্য। তাঁর চাকুরি জীবনও তাঁকে সংগীত-সুধারস আহরণে খুব সাহায্য করেছিলো। ১৯২২ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ বত্রিশ বছর লক্ষ্ণৌ শহরে অধ্যাপনা সূত্রে থাকার ফলে উত্তর-ভারতীয় সবরকম উচ্চাঙ্গ ও দেশী সংগীত শোনার প্রচুর অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিলো। সেখানে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিলো প্রবীন ভাতখণ্ডেজী এবং তরুণ কৃষ্ণরতন ঝংকারের সঙ্গে। প্রতিদিনের ঘরণী সাথীসঙ্গী ছিলেন অতুলপ্রসাদ। এ প্রসঙ্গে তাঁর মুখ স্মৃতি-চারণ -

"আমি তাঁর কর্মান্তে, বিরামের সঙ্গী ছিলাম। আমাদের পরিচয় হয় সংগীতের দৌত্যে, সংগীতের আসরে। কৈসারবাগে তখন তিনি থাকতেন, অনেক রাত পর্যন্ত গান-বাজনা হয়। তারপর কত আসরে তাঁর পাশে বসে গান বাজনা শুনেছি তার সংখ্যা নেই। ভাল গান বাজনা শুনলে তিনি বালকের মতো অধীর হয়ে উঠতেন, অস্ফুট চিৎকার করতেন, মুখ দিয়ে উর্দু-জবান বেরুত, একস্থানে বসে থাকতে পারতেন না, আবার তৎক্ষনাৎ লজ্জিত হতেন। কতবার বলেছেন 'দ্যাখ, একটু ব্যাকুল ও বেসামাল হয়ে পড়লে আমার জামা ধরে টেনে ... তোমাকেই বা কে সামলায় তার ঠিক নেই।" [১৯]

এই উদ্ধৃতিতে ধূর্জটি প্রসাদের সংগীতের প্রতি প্রচন্ড অনুরাগের ছবিই ফুটে উঠেছে। লক্ষ্ণৌ শহরের বিখ্যাত সংগীত মহাবিদ্যালয় মরিস কলেজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিলো। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁকে সংগীত সমালোচক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। রবীন্দ্রনাথের সংগীত প্রসঙ্গে তাঁদের দু'জনের মধ্যে বিতর্ক এবং চিঠি বিনিময় হতো। এই পত্র বিনিময় থেকে জন্ম নেয় একটি বই, 'সুর ও সংগতি'। ধূর্জটি প্রসাদ নিজেই গান গাইতেন এবং সংগীতের তত্ত্বচিন্তা করতেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন -

"গান আমাকে অধ্যাপকীয় মনোভাব থেকে অনেক বাঁচিয়েছে। যদিও গানে পাগল ছিলাম তবু যেন সেটা বুদ্ধির দিক থেকেই ফুটে উঠেছে।" ২০

১৯৩৮ সালে প্রকাশিত তাঁর 'কথা ও সুর' বইয়ের ভূমিকায় তিনি তৎকালীন ভারতীয় সংগীতকারদের যে বিবরণ দিয়ে গেছেন তা উদ্ধৃত করলে তাঁর অধিকারের ব্যাপ্তি বোঝা যাবে। তিনি লিখেছেন :

'সর্বত্রই খানদানী কিংবা গায়কীর পুরানো ঘরোয়ানা চাল লুপ্ত প্রায়। ... তাঁরা নির্বংশ, নচেৎ তাঁরা শহরবাসী। সেনীয় বংশের গায়ক-গোষ্ঠীর কুলপতি গিধৌড়ের বিখ্যাত গায়ক মহম্মদ আলী খাঁ এবং বীণকার-গোষ্ঠীর প্রধান অধিনায়ক উজির খাঁ আজ জীবিত নেই। সেনীয়ার একটি ঘর এখনও জয়পুরে আছে। তাঁরা সেতারই বাজান। জাকরুদ্দীন, আলাবন্দে খাঁ এবং তাঁর পুত্র নসীরুদ্দীন এখন জনস্মৃতির মণিকোঠায়। রবাবী আরেকজনও নেই। শরদের পীঠস্থান রোহিলখন্ড, বিশেষত রামপুরে। সেখানকার বিখ্যাত শরদীয়া ফিদা হোসেনের এবং মহীশূরের বিখ্যাত শেষান্না ও রামপুরের বীণাকার উজীর খাঁর মৃত্যু প্রায় সমসাময়িক। পীঠাপুরমের সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী কয়েক বৎসর পূর্বে নিজের বীণার পাশে দেহরক্ষা করেছেন। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ

বেহালা-বাজিয়ে নাইডু ভিজিয়ানা গ্রামে থাকেন, তিনি অন্ধ হয়ে আসছেন। দেওয়াসের রাজাব আলির বয়স সত্তরের কাছাকাছি। ইন্দোরের বিখ্যাত বীণাকার মুরাদ আলি অল্প দিন হলো মারা গেছেন, গোয়ালিয়রের অদ্বিতীয় ধ্রুপদীয়া ওমরাও খাঁ, টিকমগড়ের মৃদঙ্গী হরচরণ লাল অশীতিপর বৃদ্ধ। গোয়ালিয়রের রাজা ভেইয়া, বরোদার ফৈয়াজ খাঁ, মৈহারের আলাউদ্দিন এখনো জীবিত - কিন্তু তাঁদের স্থান অধিকার করবার যোগ্য ব্যক্তি নেই।" [২১]

কত সহজেই তিনি পরিক্রমা করে নেন ভারতের সংগীত সাম্রাজ্য। এভাবেই সংগীত তাঁর জীবনে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ছিলো। আর ঠিক এই কারণেই সংগীত সমালোচনার ইতিহাসে ধূর্জটি প্রসাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। জীবনের শেষপর্বে তিনি স্বীকার করেছেন -

"সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার আগ্রহে মন্দা পড়েছে। ... একদিন মনে হতো সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার উৎসাহ মৃত্যুদিন পর্যন্ত কমবে না এবং কমে যদি তো চিত্র-কলায়, সাহিত্যে, কবিতায়। এখন দেখছি কোনো গান-বাজনা শুনতে গেলেই মনে ওঠে কে কবে ঐ গান, ঐ গৎ, ঐ রাগ কীভাবে গাইতো, বাজাতো! বার্ধক্যের চিহ্ন, হয়তো বা স্মৃতির ক্রিয়া সঙ্গীতেই সবচেয়ে বেশি। প্রুস্ত-এর লেখাতেও তাই দেখি।" [২২]

এই শেষ আত্মবিচারেও গভীর প্রজ্ঞার পরিচয় পাই।

ধূর্জটি প্রসাদ 'পরিচয়' পত্রিকাতে (১৩৪০) ইতিহাস বিষয়ে কতগুলি প্রবন্ধ ধারাবাহিক ভাবে লেখেন। এই প্রবন্ধগুলি পরবর্তীকালে 'বক্তব্য'(১৯৫৭) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। এছাড়া তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যেও 'ইতিহাস-চিন্তার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। ধূর্জটিপ্রসাদের শেষের দিকের লেখায় ঐতিহ্য-চেতনা অনেকটাই প্রাধান্য পেয়েছে। তবে এর সঙ্গে তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ মননের কোনো বিরোধ নেই।

ধূর্জটিপ্রসাদ চিরকাল পরিবর্তনকে স্বীকার করে এসেছেন, তাঁর তাই স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ছবি তাঁর রচনায় স্পষ্ট ফুটে উঠে -

> "ভারতের আত্মবিশ্বাস এসেছে। কিন্তু বিনয়ী হতেই হবে। আমাদের সংস্কৃতি এতদিন বাঁচিয়েছে, আরও কিছুদিন বাঁচালে মন্দ হয় না। এ-যেই আমি ঐতিহ্যে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছি, প্রাণের দায়ে। আমাদের 'ভ্যালুজ' বা মানগুলো মরেও মরছে না - এটা মস্ত কথা। ঐতিহ্যে দিক-নির্ণয় নেই, কিন্তু প্রয়াসের সমর্থন আছে।" ২৩

১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর থেকে তাঁর কণ্ঠনালীতে ক্যান্সার রোগের সূত্রপাত হয়, তারপর প্রায় পাঁচ-ছয় বছর এই রোগের সঙ্গে তাঁর লড়াই চলে কিন্তু কখনই তিনি এই ব্যাধির দ্বারা ভীত হন নি। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন সাহিত্য সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। 'মনে এলো' এবং 'ঝিলিমিলি' এর স্বাক্ষর বহন করে। কিন্তু এই রোগ থেকে তিনি আরোগ্য লাভ করতে পারেন নি। ১৯৬১ সালের ৫ই ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। কালান্তক ব্যাধির আক্রমণেও ধূর্জটিপ্রসাদের যুক্তিবাদী মনন নিষ্প্রভ হয়ে যায় নি, জীবন-সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গেছে অবিচল ও অবিকৃত। বহু বাঙালি বুদ্ধিজীবীর শোচনীয় আত্মবিরোধিতার নিদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে ধূর্জটিপ্রসাদ অম্লান জ্যোতিষ্কের মতোই ভাস্বর।

এবার আমরা ধূর্জটিপ্রসাদের বিভিন্ন রচনার প্রাথমিক পরিচয় নিতে পারি। প্রসঙ্গত নিচে তাঁর বিভিন্ন রচনার একটি তালিকা দিচ্ছি :

ক. উপন্যাস :

১. 'অন্তঃশীলা', সরস্বতী লাইব্রেরী, কলকাতা, ভারতী ভবন, কলকাতা, ১৯৩৫। বইটি মায়ের নামে উৎসর্গ করা হয়। এর দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয় ১লা মে ১৯৫৬, কলকাতা, পৃ.২০৮।

২. 'আবর্ত', ভারতী ভবন, কলকাতা, ১৯৩৭, ২২০ পৃষ্ঠা। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে উৎসর্গ করা হয়েছে।

৩. 'মোহানা'। ভারতী ভবন, কলকাতা, ১ + ২০৭ পৃষ্ঠা। সেপ্টেম্বর ১৯৪৩। বিমলা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক কালে দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তিন খণ্ডে ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫।

খ. অন্যান্য রচনা :

১. আমরা ও তাঁহারা, গুপ্ত ফ্রেন্ডস এন্ড কোং, কলকাতা, (মুখবন্ধের তারিখ ১লা জুলাই ১৯৩১), ।/০ + ১৪২ পৃষ্টা। বইটি 'পিতৃদেব স্মরণে' উৎসর্গ করা হয়। বইটির সূচীপত্র এরকম : মুখোবন্ধ, প্রথম স্তবক - বিরোধের কথা। দ্বিতীয় স্তবক - সুরের কথা। তৃতীয় স্তবক - সঙ্গীতের কথা। চতুর্থ স্তবক - মনের কথা। পঞ্চম স্তবক - দেশের কথা। ষষ্ঠ স্তবক - স্ত্রী-পুরুষের কথা।

এর নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয় ৭ই শ্রাবণ ১৩৬৩। প্রকাশক : ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, ঝ+ ১৮৬ পৃষ্ঠা।

নূতন সংস্করণের ভূমিকায় - ধূর্জটি প্রসাদ লেখেন :

" আজ পঁচিশ বছর পরে বইখানির নতুন সংস্করণ বেরুচ্ছে। সংস্করণটি পরিমার্জিত কিনা পাঠক বুঝবেন, তবে পরিবর্ধিত নিশ্চয়। এতদিনে

পাঠকের আগ্রহের বিষয়, রুচি-রীতি ও আমারও মতামত অনেক বদলেছে। তবু যেন কোথায় সাতত্য রয়েছে সন্দেহ হয়। সেই সন্দেহের বশেই নতুন সংস্করণের প্রকাশনে সম্মতি দিলাম।"

এই সংস্করণের সূচী : মুখবন্ধ, নূতন সংস্করণের ভূমিকা, প্রথম স্তবক - বিরোধের কথা। দ্বিতীয় স্তবক - সুরের কথা। তৃতীয় স্তবক - সঙ্গীতের কথা। চতুর্থ স্তবক - মনের কথা। পঞ্চম স্তবক - দেশের কথা। ষষ্ঠ স্তবক - বিপ্লবের কথা (১)। সপ্তম স্তবক - বিপ্লবের কথা (২)। অষ্টম স্তবক - সাহিত্যের কথা : মানদণ্ড। নবম স্তবক - সাহিত্যের কথা : মানবিভ্রম। দশম স্তবক - স্ত্রী-পুরুষের কথা।

২. রিয়ালিস্ট, প্রকাশক - শ্রী কৃষ্ণভূষণ ভাদুড়ী, কলকাতা। ১৩৪০ (১৯৩৩)। ১২১ পৃষ্ঠা। উৎসর্গ - পত্রে রয়েছে :" লিলি, আমার প্রথম গল্পের বই তোমার হাতে দিতে পারলাম না এই আমার দুঃখ - ধূর্জটি।"

এই বইয়ের সূচীপত্র এরকম : একদা তুমি প্রিয়ে। 'প্রেমপত্র। রিয়ালিস্ট। ভূতের গল্প। মনোবিজ্ঞান।

৩. চিন্তয়সি। শ্রীকৃষ্ণভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক প্রকাশিত। (ভূমিকার তারিখ ২০শে ডিসেম্বর ১৯৩৩)। ১৫৬ পৃষ্ঠা। উৎসর্গ পত্রে দেখি : "শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের চরণকমলে"।

এর সূচীপত্রে রয়েছে : বিজ্ঞান ও মানবধর্ম - কস্মৈ দেবায়, নর্মাল, যোগধর্মের যুক্তি, যুগধর্মের অন্যদিকে। সাহিত্যিকা - সাহিত্যের যুক্তি তথা সাহিত্যে মিথ্যাবাদ, সমাজধর্ম ও সাহিত্য, বিশ্বকবি। দেশ ও প্রগতি - দেশের কথা, প্রগতি।

৪. সুর ও সঙ্গীতি - শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক প্রকাশিত। ভারতী ভবন, কলিকাতা।
(গ্রন্থের শেষে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যের তারিখ ১লা শ্রাবণ ১৩৪২)
১0২ পৃষ্ঠা।
বইটি অতুলপ্রসাদের স্মরণে উৎসর্গীকৃত।
('সুর ও সঙ্গীতি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের পত্রের সংখ্যা ১১, ধূর্জটিপ্রসাদের পত্রের সংখ্যা ৩)

৫. কথা ও সুর। প্রকাশক বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, দ ১০ + ৮৮ পৃষ্ঠা।
এর উৎসর্গ পত্রে লেখা রয়েছে : "মন্টু, একত্রে অনেক গান বাজনা শুনেছি, মতের পার্থক্য বহুবার ঘটেছে তবু যেন কোথায় একটা মিল ছিল, এখনও রয়েছে। আশা-করি এই বইটার পাতা ওলটাবার পরও থাকবে। ধূকু।"
সূচীপত্র এরকম : উপক্রমিকা (প্রতিবেশ), মতামত, রবীন্দ্রসঙ্গীত, রসোপভোগ, ধ্রুপদ ও লোকসঙ্গীত, কথা ও সুর, নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা)

৬. মনে এলো। প্রকাশক - নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা। ভাদ্র- ১৩৬৩।
(ভূমিকার তারিখ ৫ই মে ১৯৫৬)। ২১৬ পৃষ্ঠা।

৭. বক্তব্য। প্রকাশক বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা - ৯। ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭, ৬ই আশ্বিন ১৩৬৪। (মুখবন্ধের তারিখ ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৭)। ৪- ২৫৭ পৃষ্ঠা।
(উৎসর্গ - ছায়া দেবীকে।)
এর সূচীপত্রে রয়েছে : মুখবন্ধ। সমাজচিন্তা - নব্য সমাজদর্শনের ভূমিকা, নব্য সমাজ-দর্শনের প্রতিজ্ঞা, মার্কসবাদ ও মনুষ্যধর্ম, অতঃকিম্, ইতিহাস ১-৩, সংস্কৃতি-চিন্তা - রবীন্দ্রনাথ ও তুলনা, রবীন্দ্রসৃষ্টি, রবীন্দ্র-সমালোচনার পদ্ধতি, রবীন্দ্রনাথের চিত্র, রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও গায়ন-পদ্ধতি, রবীন্দ্র-জন্মতিথি উৎসব, কবির নির্দেশ, রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি ও সমাজনীতি, বিশ্ব, প্রগতি, বর্তমান সাহিত্যের মূলকথা, গদ্য কবিতা, আষাঢ়ে সঙ্গীত - সমালোচনা, অথ কাব্যজিজ্ঞাসা, নতুন ও পুরাতন।

৮. ঝিলিমিলি। প্রকাশক - ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা - ৭ই ভাদ্র ১৮৮৭ শকাব্দ। (১৯৬৫)। (মুখবন্ধের তারিখ ৩০শে আগস্ট ১৯৬১)। গ + ১৩২ পৃষ্ঠা।
উৎসর্গ পত্রে আছে : "টেডিকে খুকুদা"।
(গ্রন্থ রচনার কাল ১৩ মে ১৯৫৭ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৬০)।

গ. ইংরেজি গ্রন্থ :-

1. Personality and the Social Sciences. Modern Art Press Publishers, Calcutta. July 1924. vii + 246 + viii p.
(Dedicated to the memory of SADAN)
(CONTENTS : 1, Autonomy and Synthesis in Scientific method, 2. Personality, its different aspects. 3. Economic Thought and Individualism, 4.Political Philosophy and Individualism, 6. The Postulates of Individualism. 7. Caste and Class, 8. The Group mind - a fallacy, 9. Pluralism in Social Experiment - Conclusion. Bibliography.)
2. Basic concepts of Sociology, London : Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd. Broadway House : 68-74 Charter Lane, E.C. 1932. xviii + 193 p.
(To H.C. my best).

(CONTENTS : A Preface to methods; Chapter I Progress and Personality; Chapter II Equality and personality; Chapter III. The Concept of Social forces; chapter IV- The concept of Social Control - Note. Bibliography).

3. Modern Indian Culture, A Sociological Study. First Edition Allahabad, 1942.
(To my Dear Makun)
Second Edition, Revised and enlarged, Hind Kitabs Ltd. Publishers, Bombay, January, 1948, ix + 253 p.
(CONTENTS : 1. The Mystical Outlook, 2. Cultural Unity and Social Progress, 3. Economic Process and 'Middle Class', 4. Education and Social Mobility, 5. Literature and class - expression, 6. Sociology of Modern Indian Music, 7. Revival of Fine arts. 8. The Immediate Problem. - References.)

4. Tagore - A study. Padma Publishers Ltd., Bombay. August 1943. 176 p. Second Edition. Padma Publishers Ltd., 53-55 Laxmi Building. Fort, Bombay. September 1944. 161 p. (To Sree Satyendranath Bose, Professor of Physics, Dacca University)
(CONTENTS : Preface, Preface to the second edition, 1. A Biographical Sketch, 2. The Approach, 3. Art and Poetry, 4. Novels and Stories, 5. Drama and Music, 6. Painting and Dancing, 7. Political, Social and Educational Views, 8. Tagore's Influence.)

5. On Indian History. A study in method. Hind Kitabs Publishers, 267 Hornby Road. Bombay. February 1945. viii + 120 p.
(To the family tree in historical gratitude)
(CONTENTS : Introduction, 1. Indian History and the Marxist Method, 2. A Historian with Scientific Approach, 3. Mythology and the Beginnings of History. 6. 'History may be servitude, History may be freedom', 7. History as contemplation, 8. On Indian History.)

6. Indian Music, An Introduction, Kutub Publishers, 242 Shes Krawar, Poona-2, April 1945. 67 p. illus.9.

7. Views and counter views. The Universal Publishers Ltd, The Mall, Lucknow. 1946. 196 p.
(Inscribed to Professor Radha Kamal Mukherji (without permission) to whom the author owes much.)
(CONTENTS : A Plea for the study of Sociology, Dictatorship, Malthus optimum in Recent Population Theories, The Logical Validity of the optimum. The concept of Social Force, Post-War Economic Reconstruction of India and Regionalism, The Political Economy of the war, China and India, Prospects for Religion, Re-Orientations of Christian Thought, A word to the Indian Marxists, Social Welfare

A New Angle, Business as a System of Power, India and Russia.)

8. Problems of Indian Youth. Hind Kitabs, Bombay. 1946. viii + 96 p.

9. Diversities, Essays in Economics, Sociology and other Social Problems. People's Publishing House (Private) Ltd., New Delhi. October 1958. Viii + 332 p.
(To KUMAR and SAUGATA)
(CONTENTS : Preface. Part One - Economics. 1. An Economic and Social Service : Its Premises and implications (Paper read at Khoj Parishad. 1948), 2. On the Present State of Economic Theory for India (Economic weekly Bombay, 1950), 3. Man and Plan in India (Economic Weekly, 1953), 4. An Economic Theory for India (Inaugural Address, Muslim University, Aligarh, 1954).
Part Two - History, 5. Philosophy of Indian History (Lectures delivered at the Bharatiya Vidya Bhavan. 1946).
Part Three - Sociology, 6. The New Hinduism (National Herald, Lucknow, 1946), 7. Western Influence on Indian Culture (New Democrat, 1948), 8. Notes on Indian culture (Lecture delivered at the Socialist conventions, Banaras,

1951), 9. Asian Nationalism - A cultural Interpretation (Economic Weekly, 1952), 10. Mahatma Gandhi's views on Machines and Technology (Paper read at the Unescos Seminer, Paris, 1953). 11. Indian Tradition and Social Change (Presidential Address, Indian sociological Conference) Dehradun, 1955), 12. Intellectuals in India (1955), 13. Anthropology and cultural Re construction (Paper read at the Anthropological Society, Bombay), 14. Standards of Education,

Part Four - Social Problems of Literature, 15. Social Problems in Fiction (Twentieth Century, Calcutta 1935) 16. Sociology of Indian Literature (1950-52), 17. Social Changes and Intellectual Interest (Paper read at unesco Seminar, Delhi, 1956)

এই রচনাপঞ্জী থেকে ধূর্জটিপ্রসাদের সব্যসাচী প্রতিভা এবং মননের প্রসারিত দিগন্ত খুবই স্পষ্ট। ঔপনিবেশিক সমাজের নানা ধরণের সীমাবদ্ধতাকে প্রখর বুদ্ধিবাদের সাহায্যে তিনি অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন। চেতনাকে সদাজাগ্রত প্রহরীর ভূমিকায় রেখে তিনি সৃজনকর্মের তাৎপর্যকেই যেন বদলে দিতে চেয়েছেন। উপন্যাস-রচনা তাই ধূর্জটিপ্রসাদের মনন-চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ কিন্তু সৃষ্টির একটিমাত্র ধারায় নিজেকে আবদ্ধ রাখার কথা তিনি ভাবেন নি। এইজন্যে আমরা যখন তাঁর ভিন্নধর্মী উপন্যাসে প্রতিফলিত চেতনাপ্রবাহরীতির পরিচয় নেব, মনে রাখব যে শুধুমাত্র ঔপন্যাসিক অভিধায় সীমাবদ্ধ থাকা তাঁর ঈপ্সিত ছিলো না। ব্যাপক জীবনদর্শনের বহুমাত্রিকতাকে কর্ষণ করাই তাঁর লক্ষ্য, পরিবর্তনশীল সমাজবাস্তবতার অন্তর্নিহিত চরিত্রসন্ধানেই তাঁর তৃপ্তি। আর, এখানেই ধূর্জটিপ্রসাদের অনন্যতা।

উল্লেখপঞ্জী :

১. দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক হেমন্তবালা দেবীকে লিখিতপত্র, ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৩১, চিঠিপত্র, ৯ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৬৪, পৃ.১৫

২. গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ.২৫০-৫১

৩. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী (২য় খণ্ড), 'নূতন ও পুরাতন', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৯৮২-৮৩

৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী (৩য় খণ্ড), ২য় সংস্করণ, বিশ্বভারতী, পৃ.৩০৫

৫. প্রাগুক্ত, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য, পৃ.২০১

৬. প্রাগুক্ত, 'নূতন ও পুরাতন', পৃ.২৫০-৫১।

৭. অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, কল্লোলযুগ, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, ১৯৮৮ (১৯৫০), পৃ.৬১

৮. দ্রষ্টব্য Marc Slonim (Introduction - 'Brothers Karamazov - Modern Library Edition)

৯. দ্রষ্টব্য : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুন্সীগঞ্জ সাহিত্য সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা।

১০. প্রাগুক্ত, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য, পৃ.২০৬।

১১. দ্রষ্টব্য : ভারতী পত্রিকা, ভাদ্র - ১৩২৭।

১২. দ্রষ্টব্য : গোপাল সান্যালের 'সমাজতন্ত্রবাদ'-এর সমালোচনা, 'কল্লোল' - ভাদ্র, ১৩৩২।

১৩. দ্রষ্টব্য : সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাধারণ সূত্রবাদীদের ইস্তেহার'।

১৪. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' - ১ম প্রকাশ, শ্রাবণ, ১৩৭৭।

১৫. প্রাগুক্ত, 'নূতন ও পুরাতন' - পৃ.১৭৮-৭৯।

১৬. তদেব, পৃ.১৮০

১৭. প্রসঙ্গ ধূর্জটিপ্রসাদ। জলার্ক প্রকাশন, আশ্বিন, ১৩৯২, পৃ.২০৪।

১৮. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'সঙ্গীত স্মৃতি', 'সাহিত্য পত্র' শারদ সংকলন, ১৩৭৫, পৃ.৩৬-৩৭।

১৯. প্রাগুক্ত, অগ্রন্থিত প্রবন্ধ (ধূ.র., ৩য় খণ্ড), পৃ.১৯৬।

২০. তদেব, 'ঝিলিমিলি', পৃ.২৭২

২১. তদেব, 'কথা ও সুর' পৃ.৬৮

২২. তদেব, 'মনে এলো'। পৃ.৯৩

২৩. তদেব, পৃ.৪০।